সারস্বত সাধনায় মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের অবদান

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পি-এইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার)

গবেষক

স্বাগত বিশ্বাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক্রম : A00SA1100521

বর্ষ : জানুয়ারী, ২০২১

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৫

Sārasvata Sādhanāy(a) Mahāmahopādhyāy(a) Kālīpada Tarkācāryer Avadān(a)

Synopsis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfillment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

In

SANSKRIT

By

Swagata Biswas

Registration No: A00SA1100521

Session: January, 2021

Supervisor

Prof. Dr. Tapan Sankar Bhattacharyya

Professor

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2025

সূচিপত্র

বিষয় : **পৃষ্ঠাঙ্ক**

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১ - ৩

১. প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা: কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত ৪ - ৫

১.০ জন্ম ও বংশপরিচয়

১.১ কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশলতিকা

১.২ বাল্যকাল ও প্রারম্ভিক শিক্ষা

১.৩ উচ্চতর শিক্ষা ও উপাধিপ্রাপ্তি

১.৪ কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যাপকগণ

১.৫ তর্কাচার্য মহাশয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যার্থিগণ

১.৬ অধ্যাপনা ও কর্মজীবন

১.৭ সম্মান প্রাপ্তি

১.৮ দাম্পত্যজীবন

১.৯ নাট্যচর্চা ও অভিনয়দক্ষতায় তর্কাচার্য

১.১০ মহাপ্রয়াণ

১.১১ তর্কাচার্য মহাশয় স্মরণে পণ্ডিতগণের মন্তব্য

২. দ্বিতীয় অধ্যায় : ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনালোকে আচার্য প্রতিভা ৬ - ৮

২.০ *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপঃ* গ্রন্থের স্বকৃত *সুপ্রভা* ব্যাখ্যাসহ সম্পাদনা

২.১ *সূক্তিঃ* টীকা অবলম্বনে *সূক্তিদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা

২.২ *ভাষারত্নম্* গ্রন্থের স্বকৃত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৩ *মুক্তিবাদঃ* গ্রন্থের স্বকৃত *মুক্তিদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৪ *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশঃ* গ্রন্থ সম্পাদনা

২.৫ *মুক্তিবাদবিচারঃ* গ্রন্থোপরি স্বকৃত *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৬ *ন্যায়দর্শনবিন্দুঃ*

২.৭ *শব্দার্থসারমঞ্জরী* গ্রন্থ ও স্বকৃত *সারদীপিকা* টীকা সহ সম্পাদনা

২.৮ *জাতিবাধকবিচারঃ*

২.৯ *অক্ষপাদদর্শনম্*

২.১০ *ন্যায়পরিভাষা*

২.১১ *সাংখ্যসারঃ* গ্রন্থোপরি *সারপ্রভা* টীকাসহিত সম্পাদনা।

২.১২ স্বকীয় *ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকাসহ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থ সম্পাদনা।

তৃতীয় অধ্যায় : কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যের অবদান ৯ - ১০

৩.০ মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনাকৃতি

৩.০.০ মহাকাব্য (*সত্যানুভাবম্, যোগিভক্তচরিতম্, আশুতোষাবদানম্*)

৩.০.১ খণ্ডকাব্য (*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্, আলোকতিমিরবৈরম্*)

৩.০.২ দৃশ্যকাব্য (*প্রশান্তরত্নাকরম্, মাণবকগৌরবম্, নল-দময়ন্তীয়ম্*)

৩.১ অনুবাদগ্রন্থসমূহ

৩.২ স্বকীয় টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

৩.৩ বিবিধ পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনাকৃতি

চতুর্থ অধ্যায় : সাহিত্য ও দর্শন: একে অন্যের পরিপূরক ১১

৪.০ সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি

৪.১ সাহিত্যের লক্ষণ

৪.২ সাহিত্যের কাল বা সময়

৪.৩ দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি

৪.৪ দার্শনিক ও সাহিত্যিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

৪.৫ সাহিত্যে দর্শন ও দর্শনে সাহিত্য

৪.৬ কাব্য বা সাহিত্যের মাধ্যমে দর্শন

৪.৭ দর্শনের মাধ্যমে সাহিত্য

পঞ্চম অধ্যায় : তর্কাচার্য মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি ও তার অনন্যতা ১২ - ১৩

৫.০ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তর্কাচার্য মহাশয়ের অনন্যতা

৫.১ সাংখ্যদর্শনে আচার্য মহাশয়ের অবদান

৫.২ কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যকৃতির স্বকীয়তা

৫.৩ পুরাণশাস্ত্রে আচার্য প্রতিভা

৫.৪ প্রকীর্ণ বিষয় অবলম্বনে কাশ্যপকবির অবদান

৫.৫ অনুবাদ সাহিত্যে অনবদ্য কৃতিত্ব

৫.৬ টীকাসহিত গ্রন্থ সম্পাদনায় কাশ্যপকবির নৈপুণ্যতা

উপসংহার ১৪ - ১৫

তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থতালিকা ১৬ - ২০

গ্রন্থপঞ্জি ২১ - ২২

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য জন্ম : ১৮৮৮ মৃত্যু : ১৯৭২

সংক্ষিপ্ত পরিচয়:- ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার ঊনশিয়া গ্রামে কালীপদ তর্কাচার্যের জন্ম হয়। পিতা হরিদাস তর্কতীর্থ ও মাতা সীতাসুন্দরীর অগ্রজ সন্তান ছিলেন তিনি। এই কোটালিপাড়ার খ্যাতি তৎকালীন সময়ে সংস্কৃত চর্চায় বিশেষ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। মহামান্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও প্রখ্যাত বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী এই কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং একসময় স্থানটি সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। কণাদ তর্কবাগীশ প্রণীত *ভাষারত্ন* গ্রন্থের ভূমিকাংশে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় বলেছেন –

'তত্রাপি সুমহান্ অনিতরসাধারণো বঙ্গেষু প্রকর্ষঃ। তন্ত্রান্তরাপেক্ষয়া চ নৈয়ায়িকেষু বৈশেষিকেষু চ তন্ত্রেষু বৈশিষ্ট্যমাসীদ্ বঙ্গীয়ানাম্। বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে নবদ্বীপভূমৌ ভট্টপল্ল্যাং খানাকুল-কৃষ্ণনগরে বিক্রমপুরে কোটালিপারে চ তদা তাদৃশাঃ পণ্ডিতাঃ সমবর্ত্তন্ত, যেষাং স্মৃতিরপ্যদ্য পুনাতি চিত্তং বিদ্যাপ্রণয়িনাম্, গৌরবঞ্চ সুমহদেব সম্পাদয়তি বঙ্গবসুন্ধরায়াঃ'।[১]

ছাত্রাবস্থায় থেকে অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাবান এই জ্ঞানতপস্বী ব্যাকরণ, কাব্য ও নব্যন্যায়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসলেও শারীরিক অসুস্থতা ও ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা ভালো না লাগায় কালীপদ নিজের গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর পণ্ডিত কাশীকান্ত শিরোমণির নিকটে সংস্কৃতের ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র কালীপদ খুবই অল্পবয়স থেকেই সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লেখার দক্ষতা অর্জন করেন।

কিছুদিন পর কালীপদ আবার কলকাতায় ফিরে আসেন বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য। প্রথমে ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকারের নিকটে 'কাব্য' ও 'ব্যাকরণ' নিয়ে মধ্য পরীক্ষা দেন, তারপর

[১] *ভাষারত্ন*, সম্পা. কালীপদ তর্কাচার্য, অনুবন্ধ অংশ, পৃ. ক

'মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে' অধ্যাপক হরিপদ বিদ্যারত্নের কাছে 'কাব্য' ও 'ব্যাকরণ' অধ্যয়ন করেন এবং উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এইসময় থেকেই তিনি সংস্কৃতে মৌলিক কাব্যগ্রন্থ *বিদর্ভসমাগমম্* রচনা করেন। এরপর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যক্ষ শিবচন্দ্র সার্বভৌম মহাশয়ের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং 'তর্কতীর্থ' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম মহাশয় কালীপদের প্রতিভায় খুশি হয়ে তাঁকে 'ন্যায়ের বৃত্তি' ও ''তর্কাচার্য'' উপাধি প্রদান করেন, এই উপাধি আচার্যদেব সারাজীবন নামের সাথে ব্যবহার করেন।

১৯১৮ সালে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় টোলবিভাগের অধ্যাপকরূপে কলকাতার 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে' যোগদান করেন। এখান থেকেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা বলা যায়। সেই সাথে এই পরিষদের পত্রিকার সহ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং পরবর্তিকালে তাঁর সুধাময়ী সংস্কৃত রচনাগুলি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। 'এরপর তর্কাচার্য মহাশয় ১৯৩১ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তিসময়ে তিনি টোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আমৃত্যু(১৯৫৪-১৯৭২) তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগের 'মহাচার্য্য' পদে যুক্ত ছিলেন'।[২]

পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়কে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪১ সালে সম্মানসূচক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬১ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ 'বিশেষ সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি শংসাপত্র' দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার তর্কাচার্য মহাশয়কে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

---

[২] *আধুনিক সংস্কৃত কাব্য : বাঙালী মনীষা শতবর্ষের আলোকে,* পৃ. ২২০

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বত সাধনার বিষয়টি দীর্ঘ ও বহুধাবিস্তৃত। তিনি সারাজীবন ব্যাপী অনেক গ্রন্থ রচনা ও দুরহ গ্রন্থের সাবলীলভাবে টীকাসহ সম্পাদনা করেছেন। তার মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক বলা যায়। এ ছাড়া বেশ করেকটি পত্রিকার সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকাগুলি একসময় সংস্কৃত ভাষা প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা, বিদ্যোদয়* ও *আর্য্যপ্রভা* প্রভৃতি পত্রিকায় সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত 'আর্য্যশাস্ত্র' গ্রন্থাবলীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শেষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত'।[৩] ১৯৭২ সালে ২৭ শে জুলাই হুগলীর নিজ বাসভবনে পণ্ডিতপ্রবর আচার্যদেবের মহাজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

যথাযথভাবে আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে –

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা : কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় : ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনালোকে আচার্য প্রতিভা

তৃতীয় অধ্যায় : কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যের অবদান

চতুর্থ অধ্যায় : সাহিত্য ও দর্শন : একে অন্যের পরিপূরক

পঞ্চম অধ্যায় : তর্কাচার্য মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি ও তার অনন্যতা

উপসংহার

---

[৩] *সংসদ বাঙালী চরিতাবিধান*, পৃ. ৮৮

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা : কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত

'কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত' এই শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের জন্ম, ব্যক্তিগত পরিচয়, শিক্ষাজীবন, অধ্যাপনা, অধ্যাত্মজীবন ও অন্যান্য সারস্বত সাধনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। যে সকল মূল আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে সেগুলি হল-

১. জন্ম ও বংশপরিচয় ২. কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশলতিকা ৩. বাল্যকাল ও প্রারম্ভিক শিক্ষা ৪. উচ্চতরশিক্ষা ও উপাধি প্রাপ্তি ৫. তর্কাচার্য মহাশয়ের অধ্যাপকগণের নাম ৬. আচার্য মহাশয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যার্থিগণ ৭. অধ্যাপনা ও কর্মজীবন ৮. সম্মানপ্রাপ্তি ৯. দাম্পত্যজীবন ১০. নাট্যচর্চা ও অভিনয়দক্ষতা ১১. কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় স্মরণে পণ্ডিতগণের মন্তব্য ১২. মহাপ্রয়াণ।

তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক বিরচিত *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* খণ্ডকাব্যের 'কবিবংশাদিশংসনম্' নামক প্রারম্ভিক অংশে আত্মপরিচয়মূলক ৬৮ টি শ্লোক পাওয়া যায়, এই জীবনচরিতটি প্রামাণিক বলা যায়, কারণ আচার্য মহাশয়ের জীবিতকালে এই খণ্ডকাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আচার্য মহাশয়ের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়াও তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বহুবিধ গ্রন্থে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। এই সমস্ত বৃত্তান্ত থেকে তর্কাচার্য মহাশয়ের একটি বংশলতিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশপরম্পরা সহজেই বোধগম্য হয়। এই বংশলতিকাটি নিম্নে দেওয়া হল-

কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বংশলতিকা

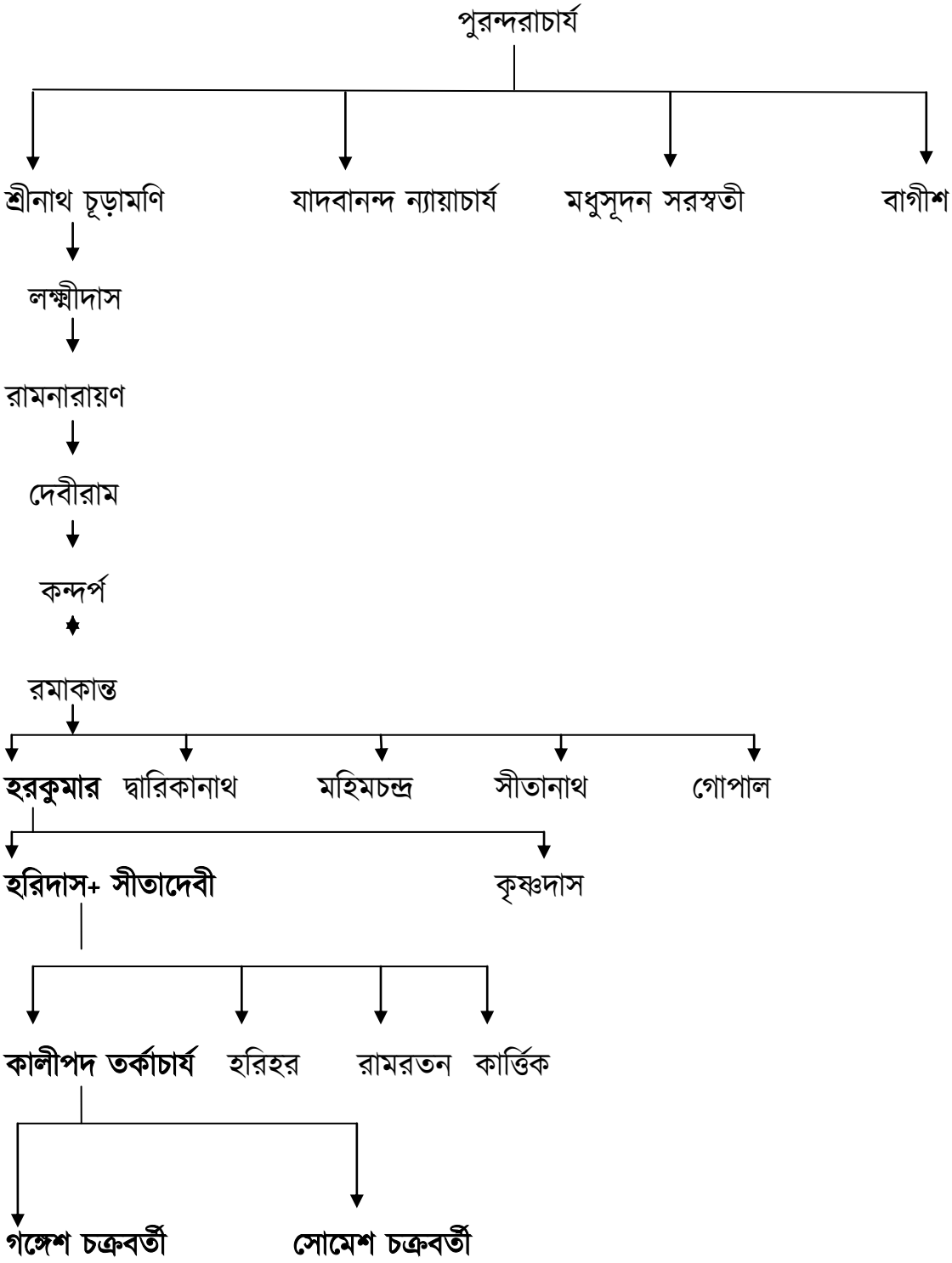

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনালোকে আচার্য প্রতিভা

'ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনালোকে আচার্য প্রতিভা' এই শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য গ্রন্থসমূহগুলি হল- ১. মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের স্বকৃত *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা। ২. প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর জগদীশ তর্কালংকার রচিত *সূক্তি* টীকা অবলম্বনে *সূক্তিদীপিকা* টীকা। ৩. কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্ন* গ্রন্থের স্বকৃত *রত্নলক্ষ্মী* টীকা। ৪. গদাধর ভট্টাচার্য রচিত *মুক্তিবাদ* গ্রন্থের স্বকৃত *মুক্তিদীপিকা* টীকা। ৫. ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত *তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশ* গ্রন্থ। ৬. হরিরাম তর্কবাগীশ প্রণীত *মুক্তিবাদবিচার* গ্রন্থোপরি স্বকৃত *মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা। ৭. *ন্যায়দর্শনবিন্দু* (প্রবচনত্রয়ী) – বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্কাচার্য মহাশয় কর্তৃক ন্যায়দর্শন বিষয়ক তিনটি প্রবচন। ৮. জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য বিরচিত *শব্দার্থসারমঞ্জরী* গ্রন্থ ও স্বকৃত 'সারদীপিকা' টীকা। ৯. *জাতিবাধকবিচার* । ১০. *অক্ষপাদদর্শন*। ১১. *ন্যায়পরিভাষা*।

এছাড়াও সাংখ্যদর্শনের উপর আচার্য মহাশয় টীকাসহ দুটি গ্রন্থ অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন, গ্রন্থগুলি হল- ১২. বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত *সাংখ্যসার* গ্রন্থোপরি *সারপ্রভা* টীকা। ১৩. *গৌড়পাদভাষ্য* ও *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকাদ্বয়সহ স্বকীয় *ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকাসহ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থ - ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ ও স্বকীয়টীকাগ্রন্থাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আলোচ্য অধ্যায়ে প্রথমে ন্যায়দর্শনের প্রশংসা দিয়ে আরম্ভ করে টীকাসহ গ্রন্থগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচিত হয়েছে- ক. গ্রন্থকারের পরিচয় ও রচনাকাল খ. টীকাগ্রন্থের নামকরণ ও প্রয়োজন গ. টীকাগ্রন্থের মৌলিক বিষয়, ঘ. টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ প্রভৃতি উপ-শিরোনামে অধ্যায়ের আলোচনাটি বর্ধিত হয়েছে।

তর্কাচার্য মহাশয়ের বিপুল দর্শনবিষয়ক টীকাগ্রন্থগুলি এক বিস্ময়কর কৃতি বলা যায়, কারণ মূল গ্রন্থগুলির পাঠ মূলত দুর্বোধ্য হবার জন্য সাধারণ পাঠকদের নিকটে তা অনায়াসসাধ্য ছিল না তাই আচার্য মহাশয় গ্রন্থ সম্পাদনাকালে সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে উক্ত গ্রন্থবিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কোনো গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেই গ্রন্থপরম্পরার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করেছেন।

কিছু গ্রন্থের একদিকে যেমন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি অপরদিকে অন্য গ্রন্থের টীকা বা উপটীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আবার বেশকিছু গ্রন্থের তিনিই প্রথম পুঁথি থেকে সম্পাদনা করে তার টীকা প্রণয়নপূর্বক পাঠকসমাজের কাছে উপকার সাধন করেছেন। যেমন *নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপ* গ্রন্থের আশ্রয়ে *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা গ্রন্থটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ, এখানে মূলের বিষয়কে অধিকার করে রচিত হলেও তিনি নিজস্ব পর্যালোচনার অবতারণা করে স্বকীয়তা প্রতিপাদন করেছেন। অন্যদিকে জগদীশ তর্কালংকার রচিত *সূক্তি* টীকা অবলম্বনে তিনি *সূক্তিদীপিকা* নামক উপটীকা রচনা করেছেন গ্রন্থের সারল্যের জন্য। এ ছাড়া কণাদ তর্কবাগীশ রচিত *ভাষারত্ন* গ্রন্থটি তার প্রথম পুঁথি থেকে সম্পাদিত গ্রন্থ। এইভাবে তর্কাচার্য মহাশয় গ্রন্থসম্পাদনা ও গ্রন্থপ্রণয়নের সকল দিক থেকে সাবলীল তা বলা যায়।

কেবলমাত্র ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন চর্চায় তিনি যে আচার্য প্রতিভা প্রতিপাদন করেছেন তা নয় তিনি সাংখ্যদর্শনে বিশদ ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন। তর্কাচার্য মহাশয় ছাত্রপুস্তকালয় থেকে *গৌড়পাদভাষ্য ও ভাষ্যপ্রভা* পাদটীকা আলোচনাসহ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি ছাত্রপাঠ্য হবার জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য তর্কাচার্য মহাশয় প্রথম *গৌড়পাদভাষ্য* গ্রন্থের প্রথম বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত *সাংখ্যসার* গ্রন্থটি প্রকরণ গ্রন্থ হলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। আবার গঠন প্রকৃতিতেও বৈচিত্র্য আছে। গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত পূর্বভাগ ও উত্তর ভাগ। পূর্বভাগ সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা। *সাংখ্যসার*—সাংখ্যের প্রকরণ গ্রন্থ। এর একটি সংস্করণ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ করেন। তারপর মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় বঙ্গানুবাদ সহ একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহোদয় সম্পাদিত ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রপুস্তকালয়, বাগবাজার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য যে ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্যদর্শন ব্যতীত তর্কাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনাকৃত আর কোন দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যের অবদান

'কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যের অবদান' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে 'কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টিতে তর্কাচার্য মহাশয়ের কৃতিত্ব' আলোচিত হয়েছে। কাব্য সংসারে তাঁর অবাধ বিচরণ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। এই পরিসরে তর্কাচার্য মহাশয়ের বিরচিত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, দৃশ্যকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কাব্যের ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, প্রয়োগ কৌশল ও তার শব্দচয়ন বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি কাব্যের গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনাকাল, কাব্যের আকরগ্রন্থ বা উৎস, বিষয়সংক্ষেপ, মহাকাব্যত্ব ও খণ্ডকাব্যত্ব বিচার, এবং কাব্যটির বিশেষ দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে।

কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে তর্কাচার্য মহাশয়ের বিশেষ অধিকার বিদ্যমান তা এই তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাব্যের জগতে তিনি যেন অনায়াসগম্য ও স্বাধীনচেতা। এই অধ্যায়ে আলোচনাটি নিম্নোক্তক্রমে পর্যালোচনা করা হয়েছে-

মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনাকৃতি- ক.মহাকাব্য (*সত্যানুভাবম্, যোগিভক্তচরিতম্, আশুতোষাবদানম্*), খ. খণ্ডকাব্য (*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্, আলোকতিমিরবৈরম্*) গ. দৃশ্যকাব্য (*প্রশান্তরত্নাকরম্, মাণবকগৌরবম্, নল-দময়ন্তীয়ম্, স্যমন্তকোদ্ধারম্*)।

অনুবাদগ্রন্থসমূহ - ক. *গীতাঞ্জলিচ্ছায়া* খ.*গীতাপ্রতিচ্ছায়া* গ. *শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া* ঘ. *যুগলাঙ্গুরীয়ম্* ঙ. *দত্তা* উপন্যাস চ. রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য ছ. মৌলিক কাব্যানুবাদ।

স্বকীয় টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ ক. *মেঘদূতম্* খ. *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* গ. *দশকুমারচরিতম্* ঘ. *মহানাটকম্* ঙ.*বিষ্ণুপুরাণম্* চ. *বেণীসংহারম্*।

বিবিধ পত্রিকায় প্রাপ্ত রচনাকৃতি- ক. *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা*, খ. *মঞ্জূষা*, গ. *সংস্কৃত-পদ্যবাণী*, ঘ. *সংস্কৃত-প্রতিভা*, ঙ. *ভারতবর্ষ* চ. *প্রণবপারিজাত*, ছ. *দেবযান*, জ. *সুদর্শন*, ঝ. *সারস্বতী-সুষমা*।

কাশ্যপকবি কালীপদ তর্কাচার্যের সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক বলা যায়। তিনি বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় সুললিত টীকা লেখেন পাঠকগণের উপকারার্থে। এছাড়াও তিনি মূল গ্রন্থ আরম্ভ হবার পূর্বে সেই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করেছেন গ্রন্থের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করার জন্য। এমনকি তিনি সংস্কৃতের প্রথম পাঠার্থীর জন্য অনুবাদশিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যদর্শন, পুরাণশাস্ত্র, শ্রব্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য ও প্রকীর্ণবিষয় অবলম্বনে আচার্য মহাশয়ের সৃষ্টির বারিধারা যেন বহিছে ভুবনে বলা যায়। এ সকল সৃষ্টি ছাড়াও নানান পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনাসম্ভার অসংখ্য। কর্মজীবনের আরম্ভে এই পত্র-পত্রিকার লেখনীকার্য ও প্রকাশনকার্যের সাথে আচার্য মহাশয় নিযুক্ত হয়। এই পত্রিকাগুলিতে শুধু দার্শনিক বা কাব্যিক বিষয়ই নয়, এখানে বাস্তবজীবনের সুখ, দুঃখ, অনুভূতি, আনন্দ ও জীবনবোধের প্রকৃত আদর্শবোধ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সেই রচনাশৈলী মহাকাব্যিক পর্যায়ে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

মৌলিক গ্রন্থরচনাতেই নয় অনুবাদ সাহিত্যে পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্যের অবাধ বিচরণ। অনুবাদ কর্মে বঙ্গীয় মনীষাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য বলা যায়। তাঁর অনুবাদের দক্ষতা ছিল উচ্চস্তরের।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্য ও দর্শন : একে অন্যের পরিপূরক

'সাহিত্য ও দর্শন : একে অন্যের পরিপূরক' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যান প্রতিপাদিত হয়েছে। তর্কাচার্য মহাশয়ের কাব্যের মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিপাদন ও অন্যদিকে পরিপূরকভাবে দার্শনিক বিশ্লেষণে সরস কাব্যতত্ত্ব পরিবেশন পর্যালোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

আলোচনাটি প্রারম্ভ হয়েছে সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ দিয়ে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পর সাহিত্য শব্দের লক্ষণ, সেই প্রসঙ্গে নানান আলংকারিক ও পণ্ডিতগণের মতামত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষতঃ রাজানক কুন্তক সাহিত্য শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। এরপর রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্য শব্দদুটিকে একার্থে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী আলোচনাতে সাহিত্য শব্দের ইতিহাস বা সাহিত্যের কাল বিষয়টি স্থান পেয়েছে।

এরপর দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করে মূল বিষয়ে প্রবেশ করা হয়েছে। সাহিত্যে দর্শন ও দর্শনে সাহিত্য – এই আলোচনাটি কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বত কৃতিগুলি থেকে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিষয়টির যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য আচার্যদেবের নির্বাচিত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও দৃশ্যকাব্য নেওয়া হয়েছে উক্ত আলোচনায়।

পঞ্চম অধ্যায়

তর্কাচার্য মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি ও তার অনন্যতা

তর্কাচার্য মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি ও তার অনন্যতা নামক পঞ্চম অধ্যায়ে কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের নির্বাচিত সারস্বত অবদানগুলি উল্লেখ করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়েছে। তার সাহিত্যকৃতির স্বকীয়তা কোথায় তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেহেতু পণ্ডিত কাশ্যপকবি ছিলেন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। সুতরাং কবির সৃষ্টিতে স্বকীয়তা থাকাটাই স্বাভাবিক। সহৃদয়ের কাছে তার সাহিত্যকৃতি উত্তীর্ণ হয়েছে, তা তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

অধ্যায়ের আলোচনার প্রারম্ভে প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে প্রতিভা সম্বন্ধে কাব্যমীমাংসাকারের মত উত্থাপন করতে গিয়ে আচার্যদেবের প্রতিভার অন্বেষণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারয়িত্রী প্রতিভার প্রথমভাগ হল সহজা ও দ্বিতীয় ভাগ হল আহার্যা। সহজা প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, এটি দৈবলব্ধ, অন্যদিকে আহার্যা প্রতিভা এই জন্মেই লব্ধ সম্পদ- চেষ্টা বিশেষের ফল। পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলে এই প্রতিভার জন্ম হয়। তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র সাহিত্যকৃতি এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা জীবন পর্যালোচনা করলে এই সহজা ও আহার্যা প্রতিভার সাথে সাজুয্য পাওয়া যায়।

এরপর উক্ত অধ্যায়ে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তর্কাচার্য মহাশয়ের অনন্যতা, সাংখ্যদর্শনে আচার্যদেবের অবদান, কাব্য-সাহিত্যে তর্কাচার্যকৃতির স্বকীয়তা: এই প্রসঙ্গে নির্বাচিত মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর উত্থাপন করা হয়েছে, পুরাণশাস্ত্রে আচার্য প্রতিভা, প্রকীর্ণ বিষয় অবলম্বনে কাশ্যপকবির অবদান, অনুবাদ-সাহিত্যে কৃতিত্ব এবং টীকাসহিত গ্রন্থ

সম্পাদনায় কাশ্যপকবির নৈপুণ্যতা প্রভৃতি বিষয় ক্রমানুসারে আলোচিত হয়েছে। পণ্ডিতসমাজের কাছে তার সমগ্র সাহিত্যকৃতির অনন্যতা কীভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেওয়া এই অধ্যায়ে প্রয়াস।

প্রতিভাবলে আচার্য মহাশয়ের চরিত্রের ঔদার্য ও প্রজ্ঞার দীপ্তির সমন্বয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন দর্শনশাস্ত্রবেত্তা টীকাকার (*মুক্তিদীপিকা* ও *সূক্তিদীপিকা* ইত্যাদি) মৌলিক কাব্য প্রণেতা (*সত্যানুভাবম্, মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*) কাব্যতত্ত্বজ্ঞ সমালোচক (*কাব্যচিন্তা* সমালোচকগ্রন্থ) ব্যাখ্যাকার (*সুপ্রভা* ব্যাখ্যাগ্রন্থ) গ্রন্থ-সম্পাদক (*দশকুমারচরিত, মেঘদূত, সাংখ্যকারিকা* ইত্যাদি) প্রথিতযশা অধ্যাপক (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ ও সংস্কৃত কলেজ), পত্রিকা সম্পাদক (*সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা, সংস্কৃত-পদ্যবাণী*), নাট্যাচার্য(সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্), নাট্যাভিনেতা (*অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকে দুষ্যন্ত, *মৃচ্ছকটিকে* চারুদত্ত, *মধ্যমব্যায়োগে* ভীম), অনুবাদক (*গীতাঞ্জলি, শ্রীশ্রীচণ্ডী*), ভক্তিপরায়ণ (আদ্যাপীঠ মায়ের ধ্যানমন্ত্র রচনা এবং শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের পরম মিত্র), সুবক্তা সর্বোপরি উদারচেতা ছাত্রদরদী প্রভৃতি অজস্র বিশেষণে বিশেষিত করা যায়।

তর্কাচার্য মহাশয়ের সমগ্র সারস্বতকৃতির অনন্যতা বা স্বকীয়তা হল আলোচনার গভীরে গিয়ে তার রহস্য উন্মোচন করা এবং সাধারণত পাঠকদের কাছে সহজবোধ্যভাবে তা প্রতিপাদন করা। এছাড়াও তাঁর মৌলিক কাব্যরচনায় মূলত বাস্তবসমাজ থেকে তিনি রসদ সংগ্রহ করেছেন। তর্কাচার্যের কাব্যের প্রতি পদক্ষেপ যেন নীতিশিক্ষা দেবার প্রয়াসমাত্র তা তার কাব্যগুলি পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায়। আচার্য মহাশয়ের কাব্যসমূহ থেকে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

উপসংহার

উপসংহারে সমগ্র আলোচনার সারবত্তা গ্রহণ করে তর্কাচার্য মহাশয় সম্বন্ধে নিজ গবেষণালব্ধ কিছু বক্তব্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। তবে এ গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে বঙ্গীয় মনীষাগণের প্রতিভা কতখানি উচ্চস্তরের ছিল। সেখানে দর্শনচর্চা, কাব্যচিন্তন, অনুবাদনৈপুণ্যতা, ব্যাখ্যানশৈলী, অধ্যাপনা, পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রন্থসম্পাদনা সবকিছুতেই যেন সিদ্ধহস্ত বাঙালি পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়।

পণ্ডিতপ্রবর কালীপদ তর্কাচার্য সারস্বত সাধনা অর্থাত্ কৃতিগুলি পর্যালোচনা করে যে নবীন তথ্যের উদ্ভাবন হয়েছে, সেগুলি হল-

তর্কাচার্য বিরচিত অ-প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান- গ্রন্থগুলি হল ১. *আশুতোষাবদানম্* (মহাকাব্য), ২. *ঋতুচিত্রম্* (শ্রব্যকাব্য), ৩. *মনোময়ী* (গদ্যকাব্য), ৪. অপ্রকাশিত পত্রাবলী, ৫. আচার্য মহাশয়কে নিয়ে ছাত্র পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের *তর্কাচার্যপ্রবন্দনম্* মহাকাব্য।

তর্কাচার্য মহাশয়ের বেশ কিছু সাহিত্যকৃতি ও সম্পাদিত পত্রিকা পূর্বে বিদ্যমান থাকলেও বর্তমানে তা লুপ্ত হয়েছে, যেমন *সংস্কৃত-পদ্যবাণী* পত্রিকা যেটি একসময় সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ, *শৈশবসাধনম্* নামক মহাকাব্য, *সাংখ্যকারিকার ভাষ্যপ্রভা* টীকা, *নৈষধচরিতম্* মহাকাব্যের স্বকীয় টীকা, *মনোদূতম্* নামক দূতকাব্য এবং মূল্যবান কিছু প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

কাশ্যপকবির যে বিপুল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি বর্তমানে কোন কোন গ্রন্থাগারে আছে তার উল্লেখ উক্ত গবেষণা নিবন্ধে করা হয়েছে, যায় ফলে ভাবী গবেষকের নিকট তর্কাচার্য মহাশয় বিষয়ে অধিক শোধকার্য্যের পথ প্রশস্ত হবে বলে মনে করা যেতে

পারে। এছাড়াও আচার্যদেবের প্রবন্ধগুলি পত্রিকার কোথায় আছে, সেই পত্রিকার সাল, খণ্ড, সম্পাদক এমনকি পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে।

সৃষ্টিকর্মের অনন্যতা ও মৌলিকতা প্রতিপাদন বিশেষকরে পণ্ডিতসমাজে তাঁর কৃতির উৎকর্ষতা বিচার সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যা তর্কাচার্য মহাশয়ের সারস্বতকৃতির নতুনত্বের দাবী রাখে। উক্ত গবেষণাকার্যের সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত বিদ্বত্-সমাজে তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁর টীকাসহিত সম্পাদিত গ্রন্থগুলি বিদ্যার্থীগণের কাছে অত্যন্ত উপযোগী মূল পাঠের অর্থ স্পষ্টার্থের জন্য। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় এমনকি শোধকার্যে তাঁর সারস্বতকৃতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সর্বপ্রথম পুঁথি থেকে তিনি কিছু গ্রন্থের সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন স্বকীয় টীকা সহিত, উদাহরণস্বরূপ কণাদ তর্কাবাগীশ রচিত *ভাষারত্নম্*। যার ফলে দার্শনিকসমাজ তার কাছে চিরঋণী। নবদ্বীপগৌরব জগত্ বিখ্যাত বরেণ্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি যথার্থই বলেছেন-

তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে

কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।

তন্ত্রেষু যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে

কৃষ্ণেষু সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে।।[৪]

অর্থাত্ নৈয়ায়িকই তর্কশাস্ত্রে কর্কশবুদ্ধি হয় –অন্যে নয়, নৈয়ায়িকই কাব্যে কোমলমতি হয় – অন্যে নয়, নৈয়ায়িকই তন্ত্রে যন্ত্রিতমতি হয় –অন্যে নয়, শ্রীকৃষ্ণে সংযত বুদ্ধি, নৈয়ায়িকই হয় অন্যে নয়। এ উক্তি সার্থক ও যথার্থ পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় সম্বন্ধে তা বলা যায়।

[৪] *ব্যাপ্তিপঞ্চকম্*, সম্পা. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ৫৫

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের দর্শন বিষয়ক প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ					
ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থনাম ও গ্রন্থলেখক**	**তর্কাচার্যকৃত ব্যাখ্যা ও টীকা**	**প্রকাশস্থান**	**প্রথম প্রকাশকাল**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপঃ,* (মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন)	বঙ্গভাষায় *সুপ্রভা* ব্যাখ্যা	সংস্কৃত কলেজ	১৯৫৬	এশিয়াটিক সোসাইটি,সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
২	*ভাষারত্নম্,* (কণাদ-তর্কবাগীশ)	*রত্নলক্ষ্মী* টীকা	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯৩৫	এশিয়াটিক সোসাইটি,সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
৩	*মুক্তিবাদঃ,* (গদাধরভট্টাচার্য)	*মুক্তিলক্ষ্মী* টীকা	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯২৪	এশিয়াটিক সোসাইটি,সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
৪	*প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* (প্রশস্তপাদাচার্য্য) জগদীশতর্কালংকার-কৃত *সূক্তিভাষ্য*	*সূক্তিদীপিকা*	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯৬৪	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্, সংস্কৃত কলেজ
৫	*মুক্তিবাদবিচারঃ* (হরিরামতর্কবাগীশ)	*মুক্তিলক্ষ্মী*	সংস্কৃত কলেজ	১৯৫৯	সংস্কৃত কলেজ
৬	*শব্দার্থসারমঞ্জরী* (জয়কৃষ্ণ-তর্কাচার্য)	*সারদীপিকা*	ছাত্র পুস্তকালয়	১৯৩৫	সংস্কৃত কলেজ
৭	*ন্যায়দর্শনবিন্দুঃ* (তর্কাচার্য মহাশয়)		বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬৭	এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার
৮	*অক্ষপাদ-দর্শনম্,* (সায়ণ-মাধবাচার্য)	বঙ্গভাষায় *পাদপ্রদীপ* ব্যাখ্যা	সংস্কৃত কলেজ	১৯৭৫	সংস্কৃত কলেজ
৯	*সাংখ্যসারঃ,* (বিজ্ঞানভিক্ষু)	*সারপ্রভা*	ছাত্র পুস্তকালয়	১৯৩৫	সংস্কৃত কলেজ
১০	*সাংখ্যকারিকা* (ঈশ্বরকৃষ্ণ)	*ভাষ্যপ্রভা*	ছাত্র পুস্তকালয়		সংস্কৃত কলেজ

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের কাব্য-সাহিত্য বিষয়ক প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ

মহাকাব্য

ক্রমিক সংখ্যা	মহাকাব্যের নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বর্তমান প্রাপ্তিস্থান
১	*সত্যানুভাবম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৬৭	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্
২	*যোগিভক্তচরিতম্*	নগেন্দ্র মঠ।		সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্

দৃশ্যকাব্য

ক্রমিক সংখ্যা	দৃশ্যকাব্যের নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বর্তমান প্রাপ্তিস্থান
১	*নল-দময়ন্তীয়ম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯২৫	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্
২	*প্রশান্তরত্নাকরম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৩৯	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্
৩	*মাণবক-গৌরবম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৫৮	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
৪	*স্যমন্তকোদ্ধারম্*(ব্যায়োগ)	*প্রণবপারিজাত* পত্রিকা		সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্

খণ্ডকাব্য

ক্রমিক সংখ্যা	খণ্ডকাব্যের নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বর্তমান প্রাপ্তিস্থান
১	*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*	সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ্	১৯৭১	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্
২	*আলোকতিমিরবৈরম্*	নিউদিল্লী	১৯৬০	সাহিত্য একাডেমী

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের অনূদিত প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ				
ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থনাম**	**প্রকাশস্থান**	**প্রথম প্রকাশকাল**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*গীতাঞ্জলিঃ*, সমগ্র গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ	বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ	১৯৬৪	বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
২	*শ্রীশ্রীচণ্ডী*, অমিত্রাক্ষরছন্দে বঙ্গভাষায় অনুবাদ	কলকাতা (দক্ষিণেশ্বর) বালিকাশ্রম, আদ্যাপীঠ,	১৯৯১	জাতীয় গ্রন্থাগার
৩	*গীতাপ্রতিচ্ছায়া*, সম্পূর্ণ গীতার বঙ্গভাষায় অনুবাদ	*দেবযান* পত্রিকা ও সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার	১৯৯৮	অনুপলব্ধ
৪	*যুগলাঙ্গুরীয়ম্*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংস্কৃত অনুবাদ	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্	১৯৬৬	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্

তর্কাচার্য মহাশয়কৃত রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ				
১ পরিশোধঃ	২ প্রস্থান-অভিশাপঃ	৩ গান্ধারীর আবেদন(গান্ধার্যাবেদনম্)	৪ *মেঘদূতম্*	৫ কুমারসম্ভবং শাকুন্তলঞ্চ
৬দেবতাগ্রাসঃ	৭ নির্ঝর-স্বপ্নভঙ্গঃ	৮ যথার্থ-আত্মীয়ঃ	৯ বিহগ-যুগলম্	১০ *রামায়ণম্*
১১ বৃষ্টির্নিপততি টাপ্-টুপ্-কারম্	১২ পুরস্কারঃ	১৩ প্রস্থানাভিশাপম্		

অন্যান্য অনুবাদ ও সংস্কৃত রচনা				
১ দত্তা	২ সারস্বতঃ কাব্যপুরুষঃ	৩ঈশাভিবন্দনম্	৪ শুভাশংসনম্	৫ মাধবী প্রকৃতিঃ
৬বিরহিণীবিলাপঃ	৭ মধুরপ্রয়াণম্	৮ শুভাশংসনম্	৯নিদাঘপ্রকৃতিচ্ছায়া	১০বর্ষাপ্রথমবিভ্রমম্
১১ ভগবদন্বীক্ষা	১২কৌতুককথা	১৩ মুরলীরবঃ	১৪ শারদী	১৫ ঘনাগমঃ
১৬ বসন্তপ্রকৃতিঃ	১৭হেমন্তসুষমা-গাঁথা	১৮শারদযমকম্	১৯ বসন্তযমকম্	২০শারদমাতৃপুজা

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের টীকাসহ সম্পাদিত গ্রন্থ				
ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থনাম ও রচনাকার**	**তর্কাচার্যকৃত টীকা**	**রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশস্থান**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*মেঘদূতম্*(কালিদাস)	*মেঘপ্রভা*	১৯৩৪, ছাত্র পুস্তকালয়	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার
২	*মালবিকাগ্নিমিত্রম্*(কালিদাস)	*বিজয়া*	১৯৩৭, ছাত্র পুস্তকালয়	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার
৩	*দশকুমারচরিতম্*(দণ্ডী)	*জয়া*	১৯৩৭, ছাত্র পুস্তকালয়	গোলপার্ক, রামকৃষ্ণমিশন ইস্টিটিউট অফ কালচার
৪	*মহানাটকঃ* (হনুমান)	*তত্ত্বদীপিকা*	১৯৫৫, সংস্কৃত বুক ডিপো	গোলপার্ক, রামকৃষ্ণমিশন

৫	*বিষ্ণুপুরাণম্*	*বিষ্ণুপ্রভা* পাদটীকা	১৯৬৬	গোলপার্ক, রামকৃষ্ণমিশন ইস্টিটিউট অফ কালচার
৬	*বেণীসংহারম্* (ভট্টনারায়ণ)	*কঙ্কতিকা*	১৯৫৫,সংস্কৃত বুক ডিপো	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার

পণ্ডিত কালীপদ-তর্কাচার্য মহাশয়ের প্রকীর্ণ রচনাসমূহ				
ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থনাম/রচনা**	**গ্রন্থ-প্রকৃতি**	**রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশস্থান**	**বর্তমান প্রাপ্তিস্থান**
১	*অনুবাদনবোদয়ঃ*	সংস্কৃতের নবীন বিদ্যার্থীদের অনুবাদ শিক্ষার নিমিত্ত বিরচিত	ছাত্র পুস্তকালয়	গোলপার্ক, রামকৃষ্ণমিশন ইস্টিটিউট অফ কালচার
২	*কাব্যচিন্তা*	কাব্যসমালোচনাত্মক গ্রন্থ	১৯৩০, ছাত্র পুস্তকালয়	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার
৩	মহর্ষি নগেন্দ্র স্মারক গ্রন্থ	নগেন্দ্র-ধ্যান ও নগেন্দ্র-স্তোত্রমন্ত্র রচনা	১৯৮১,নগেন্দ্র মঠ	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার
৪	আদ্যামায়ের ধ্যানমন্ত্র রচনা	স্তোত্ররচনা	১৯৯১	কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার
৫	ভূমিকা ও গ্রন্থপ্রশংসা রচনা	ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সংস্কৃত অনুবাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মুক্তধারা*	১৯৮৮	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার
৬	প্রশস্তিবাক্য	অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়		*প্রশান্তরত্নাকরম্* নাটক

Bibliography:

Ānandavardhanācārya. *Dhvanyāloka*. Ed. Bishnupada Bhattacharyya. Kolkata: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1957 (1st ed.).

….. Ed. Subodh Sengupta and Kalipada Bhattacharyya. Kolkata: A Mukharjee and Kong limited, 1950 (1st ed.).

Annaṃbhaṭṭa. *Tarkasaṃgraha.* (with *Dīpikā* Commentary). Ed. Narayan Chandra Goswami. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1423 B.S (Re.ed., 1410 1st ed.).

Bandopadhyaya, Haricharan. *Baṅgīya śabdakoṣa: Bengali-Bengali lexicon.* Vol.2. New Delhi: Sahitya Academy, 2016 (9th ed., 1933 1st Pub.).

Banerjee, Manabendu, Karunasindhu Das. *Contribution of the Traditional Pandits of Bengal, Towards growth, Nourishment and Development of Sanskrit Studies*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2012 (1st ed.).

Banerjee, Satya Ranjan & Manabendu Banerjee. *Essai Sur la Indologica*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2009 (1st pub).

Chowdhury, Sajal. *Mahāmahopādhyāyas Of India*. Kolkata: Devalaya, 2016.

Catalogue Of The Printed Books In The Sanskrit College Library. Kolkata: The Bengal Secretariat Book Depot, Sanskrit College, 1919.

Chattopadhyay, Rita. *20th Century Sanskrit Literature*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2008 (1st ed.).

Dasgupta, Surendranath. *Kāvya-vicāra*. Kolkata: Mitra and Ghosh, 1939 (1st pub.).

Dutta, Kali Kumar. *Bengal's Contribution to Sanskrit Literature*. Kolkata: Sanskrit College, 1974

Gaṅgeśopādhyāya. *Tattvacintāmaṇi: Vyāptipañcakam*. Ed. Rajendranath Ghosh. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2011 (2nd ed., 1982 1st ed.).

Kālidāsa. *Meghadūtam*. Ed. Kālīpada Tarkācārya and Gurupada Bhattacharyya with Sans. Comm. *Meghaprabhā*. Kolkata: Chatra Pustakalaya, 1934 (1st ed.).

Kaṇāda-tarkavāgīśa. *Bhāṣāratnam*. Ed. Kālīpada Tarkācārya with own Sans. comm. *Ratnalakṣmī*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1935 (1st ed.).

Tarkācārya, Kālīpada. *Praśānta-Ratnākaram*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 1939 (1st ed.).

….. *Ālokatimiravairam*. Ed. V. Raghavan. *Sanskrit-Pratibha* Journal.Vol.2. New Delhi: Sahitya Academy, 1960.

….. *Anuvādanavadaya*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2020(Rpt.).

…… ……

Signature of the Supervisor Signature of the Candidate